বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 58617908, 9615576

স্মারক নং- ৫৭.১৬.০০০০.০০৬.৩৩.০০১.২০-৮৫ তারিখ: ১০/০৮/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে আলিম শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা ও ভর্তি নির্দেশিকা প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং ৫৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-১২৫, তাং ০৬/০৮/২০২৩খ্রি.

(২) বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরিত ভর্তি নির্দেশিকা

উপর্যুক্ত সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল মাদ্রাসা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে সূত্র (১)-এ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৩ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি সূত্র (২)-এ অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

২। এমতাবস্থায়, ভর্তির নীতিমালা ও ভর্তি নির্দেশিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে ও www.xiclassadmission.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১১ (এগারো) পাতা। চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

১০.০৮.২০২৩

(প্রফেসর মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ০২-৮৬২৬১৩৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

১০.০৮.২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
২. সিনিয়র সিস্টেট এনালিস্ট (চ.দা.), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৩. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৫. পি.ও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৬. অফিস নথি।

অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তি নির্দেশিকা

বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

Website: www.xiclassadmission.gov.bd

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সাধারণ নির্দেশনা

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল কলেজ/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) আবেদন করা যাবে।
- ১০ আগস্ট হতে ২০ আগস্ট, ২০২৩-তারিখের মধ্যে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) আবেদন করা যাবে।
- ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সময়সূচি, ভর্তি নির্দেশিকা, আবেদনের নিয়মাবলী এবং ফলাফলের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd এবং স্ব স্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকেও জানা যাবে।
- এই ভর্তি নির্দেশিকার যে কোন ধারা/নিয়মাবলীর সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করার অধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (কলেজ/ মাদ্রাসা) আবেদনের জন্য ১৫০/- (সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) আবেদন ফি প্রযোজ্য হবে। ইন্টানেটের মাধ্যমে আবেদনের জন্য বিকাশ/নগদ/রকেট/সোনালী ব্যাংক/উপায়/ট্যাপ/ওকে ওয়ালেট -এর মাধ্যমে ১৫০/- টাকা প্রদান করতে হবে।
- সর্বোচ্চ ১০টি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যাবে তবে- একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিফট/ভার্সন/গ্রুপে আবেদন করা যাবে।
- ইন্টারনেটে (অনলাইন) আবেদনে শিক্ষার্থীর কোন তথ্য অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন/চূড়ান্ত ভর্তি বাতিল করার অধিকার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- আবেদনকারী শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী কোনো কোটার জন্য যোগ্য হলে, (অনলাইন) আবেদনের সময় তা যথাযথভাবে উল্লেখ করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তির সময় যথাযথ ডকুমেন্টস দাখিল করবে। কলেজ নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর (অনলাইন) আবেদনে উল্লেখিত কোটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভর্তির সময় কোটা সংক্রান্ত যথাযথ ডকুমেন্টস দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রথমবার আবেদনের সময় শিক্ষার্থীকে নিজের/অভিভাবকের একটি মোবাইল নম্বর দিতে হবে, যেটি শিক্ষার্থীর Contact Number হিসেবে বিবেচিত হবে। Contact Number টি শিক্ষার্থীর জন্য অতীব গুরত্বপূর্ণ কেননা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর সকল যোগাযোগ ও আবেদনের জন্য কিংবা আবেদন সংশোধনের জন্য এই Contact Number টির প্রয়োজন হবে।
- প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করার সময় শিক্ষার্থী নিজের/অভিভাবকের যে Contact মোবাইল নম্বর প্রদান করেছেন সেটি সাবধানে এন্ট্রি করতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভর্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য এই নম্বরে পাঠানো হবে। এই নম্বরের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক। অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর প্রদান করতে হবে এবং তাঁর (যাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর প্রদান করছেন) সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে। ভর্তির সময় এন্ট্রিকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর যাচাই করা হতে পারে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (অভিভাবকের) এন্ট্রি করা থাকলে ভর্তি প্রক্রিয়া সহজতর হবে।
- একাধিক শিক্ষার্থীর আবেদনে একই Contact Number ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর Contact Number ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে। Contact Number টি পরিবর্তন করা যাবেনা, তাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে এটি ভুল না হয়।
- ইন্টারনেটে (অনলাইন) আবেদনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিফট/ভার্সন/গ্রুপ অনুযায়ী তার পছন্দক্রম সরাসরি ইনপুট দিতে পারবে (অর্থাৎ এন্ট্রি করতে পারবে) এবং সেই অনুযায়ী তার পছন্দক্রম বিবেচ্য হবে।

▶ ফলাফল প্রদানের পূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (১০ আগস্ট হতে ২০ আগস্ট, ২০২৩) ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বার কলেজের পছন্দক্রম ও কলেজ পরিবর্তন করা যাবে। প্রথম পর্যায়ের আবেদনের তারিখ ১০ আগস্ট হতে ২০ আগস্ট, ২০২৩। তবে প্রাথমিক নিশ্চায়নের পর আর কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

▶ ৩ (তিন) টি পর্যায়ে ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। একজন শিক্ষার্থীকে তার মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমানুযায়ী একটি মাত্র কলেজের জন্য নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিজেই অন-লাইনে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বাবদ ৩৩৫/- (সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক ভর্তি নিশ্চায়ন করবে এক জন শিক্ষার্থী কলেজ নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায় সমূহে (অনুচ্ছেদ ৬.১৫ -এ বর্ণিত ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত) স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশনের জন্য বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মাইগ্রেশন সর্বদাই শিক্ষার্থীর পছন্দক্রমানুসারে উপরের দিকে যাবে।

১। ভর্তির যোগ্যতা ও গ্রুপ নির্বাচনঃ

১.১ ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি পূরণ সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলতি বছরে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য বছরের শিক্ষার্থীরাও ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালী আবেদন করতে পারবে।

১.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (১.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ-এ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে, যথা:

i) সাধারণ শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে:

(ক) বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি। তবে বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী অন্য গ্রুপে একবার ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তীতে আর বিজ্ঞান গ্রুপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না;

(খ) মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি এবং

(গ) ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপের যে কোনটি।

ii) মাদ্রাসা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে:

(ক) বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(খ) সাধারণ গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(গ) মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি;

(ঘ) দাখিল (ভোক) গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ গ্রুপ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপের যে কোনটি ।

iii) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে:

(ক) এসএসসি (ভোক)/দাখিল (ভোক) গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যে কোনটি ।

iv) যে কোন বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সংগীত গ্রুপ এর যে কোনটি ।

v) সকল বোর্ড এর সকল গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইসলামিক স্টাডিজ -এ আবেদন করতে পারবে।

২। ভর্তির আবেদন দাখিলের জন্য করণীয়ঃ

ইন্টারনেট-এ (অনলাইন) আবেদন করতে হবে, এক্ষেত্রে নিচে প্রদত্ত ধাপসমূহ ২.১-২.৪ অনুসরণ করতে হবে।

ধাপসমূহ	ইন্টারনেটে আবেদনের জন্য করণীয়
২.১ আবেদনের ফি প্রদান পদ্ধতি	আবেদনের ফি প্রদান পদ্ধতি website- এ (www.xiclassadmission.gov.bd) প্রদত্ত link -এ বর্ণনা করা হয়েছে।

ধাপসমূহ	ইন্টারনেটে আবেদনের জন্য করণীয়
২.২ ইন্টারনেটে আবেদন পদ্ধতি	(ক) নিম্নলিখিত নিয়মে আবেদন Submit করতে হবে। ১. বিকাশ/নগদ/রকেট/সোনালী ব্যাংক/উপায়/ট্যাপ/ওকে ওয়ালেট এর (নেট) আবেদন ফি ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) জমা দেয়ার পর আবেদনকারীকে নির্ধারিত website-এ (www.xiclassadmission.gov.bd) যেয়ে "Apply Online" Button-এ ক্লিক করতে হবে; এরপর প্রদর্শিত তথ্য ছকে এসএসসি/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ড, পাসের সন ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। আবেদনকারীর দেয়া তথ্য সঠিক হলে তিনি তার ব্যক্তিগত তথ্য ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA দেখতে পাবেন। ২. এরপর শিক্ষার্থীর Contact Number (ফি প্রদানের সময় প্রদত্ত মোবাইল নম্বর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটা (নিম্নে বর্ণিত ধাপ ২.৩ অনুযায়ী) দিতে হবে। ৩. অতঃপর তাঁকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ১০টি ও সর্বনিম্ন ৫টি কলেজ/মাদ্রাসা Select করতে পারবে। একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিফট/ভার্সন/গ্রুপে আবেদনন করা যাবে। এই ফরমে আবেদনকারী তাঁর সকল আবেদনের পছন্দক্রমও নির্ধারণ করতে পারবেন। ৪. এরপর আবেদনকারী "Preview Application" Button-এ ক্লিক করলে তার আবেদনকৃত কলেজসমূহের তথ্য ও পছন্দক্রম দেখতে পারবেন। ৫. Preview-এ দেখানো তথ্যসমূহ সঠিক থাকলে আবেদনকারী "Submit" Button-এ ক্লিক করবেন। ৬. আবেদনটি সফলভাবে Submit করা হলে আবেদনকারী তাঁর প্রদত্ত Contact Number-এর মোবাইলে একটি নিশ্চিতকরণ SMS পাবেন এবং যাতে একটি সিকিউরিটি কোড (Security Code) থাকবে। এই Security Code টি গোপনীয়তা ও সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে, যা পরবর্তীতে আবেদন সংশোধন ও ভর্তি সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করতে হবে। ৭. আবেদনকারী চাইলে তাঁর আবেদনসমূহের তথ্যাদিসহ উক্ত ফরমটি Download করে প্রিন্ট (Print) নিতে পারবেন। (খ) উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএসসি/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ড, পাসের সন ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে এন্ট্রি দেয়ার পরও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ও এসএসসি পরীক্ষার GPA দেখতে না পেলে, তাঁকে আবেদন ফি ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) জমা দেয়ার Transaction ID টি এন্ট্রি দিতে হবে এবং ফি প্রদানের জন্য তিনি যেই অপারেটর (বিকাশ/নগদ/রকেট/সোনালী ব্যাংক/উপায়/ট্যাপ/ওকে ওয়ালেট) ব্যবহার করেছে তাকে Select করতে হবে। পরবর্তীতে ৩০ মিনিট পর ইন্টারনেটে আবেদন করার জন্য পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
২.৩ কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	(ক) শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ২% শিক্ষা কোটা (EQ) সংরক্ষিত থাকবে। এই কোটার আওতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করার সময় EQ কোটা select করতে হবে। যদি আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসন কার্যকরী থাকবে না। ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যে মহানগর/বিভাগ/জেলায় কর্মরত থাকবেন তার সন্তান সে মহানগর/বিভাগ/জেলায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন। পরবর্তীতে কলেজ/মাদ্রাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপশন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (খ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য কোটায় (FQ) ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী তথ্য-ছকের নির্দিষ্ট স্থানে FQ কোটা Select করবেন। যদি আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসন কার্যকরী থাকবে না। এই কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদ পত্র থাকতে হবে এবং

ধাপসমূহ	ইন্টারনেটে আবেদনের জন্য করণীয়
	পরবর্তীতে কলেজ/মাদ্রাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপশন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (গ) যে সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোটা (SQ) অনুমোদিত আছে- সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সন্তানগণ এই বিশেষ কোটার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই কোটার আওতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করার সময় SQ কোটা select করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আবেদন চলাকালীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহ ইন্টারনেটে বিশেষ কোটা আবেদনকারীদের আবেদন নিশ্চিত করবেন।
২.৪ পছন্দক্রম পরিবর্তন	একজন আবেদনকারী সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বার ইন্টারনেটে ঢুকে কলেজের পছন্দক্রম এবং কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে।

৩। মেধামান নির্ধারণঃ

৩.১ একাদশ/সমমান শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৩ অনুসরণপূর্বক ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও মেধামান নির্ণয় করা হবে। আবেদনকারীদের বিভিন্ন কলেজ/মাদ্রাসা /সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদন ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট গ্রুপ/শিফট/ ভার্সন, আসন সংখ্যা, পছন্দক্রম এর ভিত্তিতে এবং নিম্ন বর্ণিত (ধারা-৩.২-৩.৪) নিয়মানুযায়ী মেধামান নির্ধারণপূর্বক একজন আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত করা হবে।

৩.২ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯৩% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। ৫% আসন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে কোটার আসন কার্যকরী থাকবে না, অর্থাৎ উক্ত আসনে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। যদি আবেদনকারী সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যে মহানগর/বিভাগ/জেলায় কর্মরত থাকবেন তার সন্তান সে মহানগর/বিভাগ/জেলায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদ দাখিল করতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট বোর্ডে ম্যানুয়ালি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রবাসীদের সন্তান/বি.কে.এস.পি. থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী/খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ড উপযুক্ত প্রমাণপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক শিক্ষার্থীকে কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠানে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত নূন্যতম জিপিএ থাকা সাপেক্ষে) ভর্তির ব্যবস্থা নিবে। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা, যারা ম্যানুয়ালি আবেদন করবে তারা একইসাথে সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে ইন্টারনেটেও আবেদন করতে পারবে।

৩.৩ (ক) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

(খ) সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে।

(গ) বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/ জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(ঘ) দফা গ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(ঙ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

(চ) এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে।

৩. ৪ স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূণ্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে।

৪। ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, প্রকাশ এবং মাইগ্রেশনঃ

মোট ৩ (তিন) টি পর্যায়ে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। প্রাথমিক নিশ্চায়ন সাপেক্ষে কলেজ নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায় সমূহে (অনুচ্ছেদ ৬.১৫ -এ বর্ণিত ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত) স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া চালনা করা হবে অর্থাৎ প্রাথমিক নিশ্চায়নের পরও একজন শিক্ষার্থীর কলেজ নির্বাচন পরিবর্তন হতে পারে। প্রতি পর্যায়ে পছন্দক্রমানুযায়ী অটোমাইগ্রেশন হবে এবং মাইগ্রেশন সর্বদাই পছন্দক্রমানুসারে উপরের দিকে যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী তার আবেদনের সময় দেয়া কলেজ পছন্দক্রম ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল, কোটা ইত্যাদির ভিত্তিতে শুধুমাত্র ১টি কলেজেই সিলেকশন পাবে।
- নির্বাচিত শিক্ষার্থী নিজেই অনলাইনে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি বাবদ ৩৩৫/- (তিন শত পয়ত্রিশ) টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক ভর্তি নিশ্চায়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ৩৩৫/- (তিন শত পয়ত্রিশ) টাকা জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চায়ন করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীর **Selection** ও আবেদন বাতিল হবে। আবেদন বাতিলকৃত শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য পুনরায় আবেদন ফি জমা দিয়ে নতুন ভাবে আবেদন করতে পারবে।
- যে সকল শিক্ষার্থী আবেদনকৃত কোন কলেজেই সিলেকশন পাবে না তারা পুনরায় আবেদন ফি ব্যতীত এবং যারা ইতিপূর্বে কোন কলেজেই আবেদন করে নাই তারা আবেদন ফি জমা দেয়া সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবে।
- ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট তারিখে শিক্ষার্থীদেরকে SMS-এর মাধ্যমে ফলাফল জানানো হবে । তাছাড়াও শিক্ষার্থীগণ ভর্তির ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd থেকে ভর্তির বিস্তারিত ফলাফল জানতে পারবে।

৫। কলেজে ভর্তিঃ

নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ভর্তি ওয়েবসাইট www.xiclassadmission.gov.bd দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ডাউনলোড করে তা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। অতঃপর ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখে শিক্ষার্থী কলেজে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুমোদিত ফি জমা দিয়ে ভর্তি হবে এবং কলেজ ভর্তির চূড়ান্ত নিশ্চায়ন করবে।

৬। আবেদন, ফল প্রকাশ ও ভর্তির সময়সূচি ঃ

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে:

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ (যারা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করবে, আবেদনের যোগ্য হলে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে) অনলাইনে আবেদনগুলো শিক্ষার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী অটো মাইগ্রেশন প্রযোজ্য।	১০/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২০/০৮/২০২৩ (রবিবার)
১৫ই আগষ্ট- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.২	আবেদন যাচাই, বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি	২১/০৮/২০২৩ (সোমবার) থেকে ২৪/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.৩	শুধুমাত্র পুনঃনিরীক্ষণে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	৩১/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.৪	পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়	৩১/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.৫	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	০৫/০৯/২০২৩ (মঙ্গলবার রাত ৮:০০ টায়)
০৬ সেপ্টেম্বর- শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
৬.৬	শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ১ম পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	০৭/০৯/২০২৩ (বৃহস্পতিবার) থেকে ১০/০৯/২০২৩ (রবিবার)
৬.৭	২য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	১২/০৯/২০২৩ (মঙ্গলবার) থেকে ১৪/০৯/২০২৩ (বৃহস্পতিবার রাত ৮:০০পর্যন্ত)
৬.৮	পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১৬/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.৯	২য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	১৬/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১০	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ২য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	১৭/০৯/২০২৩ (রবিবার) থেকে ১৮/০৯/২০২৩ (সোমবার রাত ৮:০০ পর্যন্ত)
৬.১১	৩য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	২০/০৯/২০২৩ (বুধবার) থেকে ২১/০৯/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.১২	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	২৩/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৩	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	২৩/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৪	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ৩য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	২৪/০৯/২০২৩ (রবিবার) থেকে ২৫/০৯/২০২৩ (সোমবার)
২৮ সেপ্টেম্বর ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.১৫	ভর্তি	২৬/০৯/২০২৩ (মঙ্গলবার) থেকে ০৫/১০/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.১৬	ক্লাস শুরু	০৮অক্টোবর, ২০২৩ (রবিবার)

(অধ্যাপক তপন কুমার সরকার)
সভাপতি
আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৩

১.০ সংজ্ঞা : এই নীতিমালায়

১.১ 'বোর্ড' বলতে সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

১.২ কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত অনলাইন আবেদন ফরম বুঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২.০ ভর্তির যোগ্যতা ও গ্রুপ নির্বাচন:

২.১ ২০২১, ২০২২, ২০২৩ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণসহ অন্যান্য বছরের শিক্ষার্থীরাও ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে।

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে;

২.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে:

২.৩.১ বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি;

২.৩.২ মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি এবং

২.৩.৩ ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপ এর যে কোন একটি;

২.৩.৪ যে কোন গ্রুপ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সংগীত গ্রুপ এর যে কোন একটি;

২.৩.৫ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান গ্রুপ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি এবং সাধারণ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি।

৩.০ প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি:

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস.এস.সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে;

৩.২ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯৩% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী যে মহানগর/বিভাগ/জেলায় কর্মরত থাকবেন তার সন্তান সে মহানগর/বিভাগ/জেলায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন। মোট আসনের ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উপর্যুক্ত কোটায় যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসন কার্যকরী থাকবে না। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই সংশ্লিষ্ট বোর্ডে ম্যানুয়ালি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রবাসীদের সন্তান/বি.কে.এস.পি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী/খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ড উপযুক্ত প্রমাণপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক শিক্ষার্থীকে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম জি পি এ এক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য হবে) ভর্তির ব্যবস্থা নিবে;

৩.৩ ৩.৩.১ সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে;

৩.৩.২ বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে;

৩.৩.৩ দফা ৩.৩.২ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে;

৩.৩.৪ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে;

৩.৩.৫ এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জি.পি.এ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই কল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪ এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে;

৩.৫ কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে;

৩.৬ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে;

৩.৭ সকল কলেজ/উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় তথা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ও সময় অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কোন প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় ও বোর্ড নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

৪.০ অনলাইনে ভর্তি:

৪.১ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েবসাইট এর ঠিকানা: **www.xiclassadmission.gov.bd;**

৪.২ শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদন ফি জমা সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ৫(পাঁচ)টি এবং সর্বোচ্চ ১০(দশ) টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দক্রমের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবে। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি মাত্র কলেজে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

৫.০ বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি:

৫.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরণপূর্বক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ, শিফ্ট, পুরুষ/মহিলা/সহশিক্ষা, ভার্সন) এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ড এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে;

৫.২ বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.৩ অনলাইনে বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিশ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে;

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র দাখিল করতে হবে;

৫.৫ ৫.৫.১ এমপিওভূক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য এমপিওভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনক্রমেই উন্নয়ন ফি গ্রহণ করতে পারবে না;

ঢাকা মেট্রোপলিটন		মেট্রোপলিটন (ঢাকা ব্যতীত)		জেলা		উপজেলা/মফস্বল	
বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন
৫,০০০/-	৫,০০০/-	৩,০০০/-	৩,০০০/-	২,০০০/-	২,০০০/-	১,৫০০/-	১,৫০০/-

৫.৫.২ নন এম.পি.ও./ আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি নিম্নোক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে;

ঢাকা মেট্রোপলিটন		মেট্রোপলিটন (ঢাকা ব্যতীত)		জেলা		উপজেলা/মফস্বল	
বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন
৭,৫০০/-	৮,৫০০/-	৫,০০০/-	৬,০০০/-	৩,০০০/-	৪,০০০/-	২,৫০০/-	৩,০০০/-

৫.৫.৩ সরকারি কলেজসমূহ সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি সংগ্রহ করবে;

৫.৫.৪ দরিদ্র, মেধাবী ও **বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন** শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.৬ ভর্তি প্রক্রিয়ার পূর্বেই বেসরকারি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি ফিসহ মাসিক বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ এর লিস্ট স্ব স্ব কলেজের নোটিশ বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে;

৫.৭ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে;

৫.৮ শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীর নিকট হতে ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চায়ন করার সময় শিক্ষার্থী প্রতি নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করবে:

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	**১৪২/-**
২.	ক্রীড়া ফি	৫০/-
৩.	রোভার /রেঞ্জার ফি	১৫/-
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি (৪০/-টাকার ৪০% = ১৬/-টাকা)	১৬/-
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭/-
৬.	বি.এন.সি.সি. ফি	৫/-
৭.	শিক্ষক কল্যাণ তহবিল ও অবসর সুবিধা ভাতা ফি	**১০০/-**
সর্বমোট		**৩৩৫/- টাকা**

৫.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে রেড ক্রিসেন্ট ফি বাবদ (৪০/- টাকার ৬০%) ২৪/- টাকা গ্রহণ করবে;

৫.১০ প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরি ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৫.১১ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করে কলেজ, গ্রুপ ও বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে। তবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ থেকে বিজ্ঞান গ্রুপে গ্রুপ পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তীতে বিজ্ঞান গ্রুপে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই;

৫.১২ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করতে পারবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখতে পারবে না;

৫.১৩ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাতওয়ারি গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

৬.০ ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ (যারা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করবে, আবেদনের যোগ্য হলে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে) অনলাইনে আবেদনগুলো শিক্ষার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী অটো মাইগ্রেশন প্রযোজ্য।	১০/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২০/০৮/২০২৩ (রবিবার)
১৫ই আগষ্ট- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.২	আবেদন যাচাই, বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি	২১/০৮/২০২৩ (সোমবার) থেকে ২৪/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.৩	শুধুমাত্র পুনঃনিরীক্ষণে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	৩১/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.৪	পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়	৩১/০৮/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.৫	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	০৫/০৯/২০২৩ (মঙ্গলবার রাত ৮:০০ টায়)
০৬ সেপ্টেম্বর- শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.৬	শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ১ম পর্যায়ের নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	০৭/০৯/২০২৩ (বৃহস্পতিবার) থেকে ১০/০৯/২০২৩ (রবিবার)
৬.৭	২য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	১২/০৯/২০২৩ (মঙ্গলবার) থেকে ১৪/০৯/২০২৩ (বৃহস্পতিবার রাত ৮:০০পর্যন্ত)
৬.৮	পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১৬/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.৯	২য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	১৬/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১০	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ২য় পর্যায়ের নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	১৭/০৯/২০২৩ (রবিবার) থেকে ১৮/০৯/২০২৩ (সোমবার রাত ৮:০০ পর্যন্ত)
৬.১১	৩য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	২০/০৯/২০২৩ (বুধবার) থেকে ২১/০৯/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.১২	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	২৩/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৩	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	২৩/০৯/২০২৩ (শনিবার রাত ৮:০০ টায়)
৬.১৪	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ৩য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	২৪/০৯/২০২৩ (রবিবার) থেকে ২৫/০৯/২০২৩ (সোমবার)
২৮ সেপ্টেম্বর- **ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী** উপলক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস ও কল সেন্টার বন্ধ থাকবে।		
৬.১৫	ভর্তি	২৬/০৯/২০২৩ (মঙ্গলবার) থেকে ০৫/১০/২০২৩ (বৃহস্পতিবার)
৬.১৬	ক্লাস শুরু	০৮অক্টোবর, ২০২৩ (রবিবার)

উল্লেখ্য অনলাইন ব্যতীত ম্যানুয়ালি কোন ভর্তি কার্যক্রম করা হবে না।

৭.০ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন:

৭.১ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। ছাড়পত্রের (টিসি) মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৮.০ অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ:

৮.১ স্থাপনের অনুমতি আছে কিন্তু পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি নেই এরূপ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে পারবে না;

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত ক্যাম্পাস এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯.০ নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ:

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

৯.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এম.পি.ও.ভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তাং ০৬/০৮/২০২৩।
(সোলেমান খান)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-১২৫

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪৩০ / ০৬ আগস্ট ২০২৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। বিভাগীয় কমিশনার, (সকল বিভাগ)
২। অতিরিক্ত সচিব (কলেজ/মাধ্যমিক১/২), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
১২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

০৬/০৮/২০২৩

(মোছা: রেবেকা সুলতানা)
সিনিয়র সহকারি সচিব
☏ ০২৫৫১০০৪৬৭